ভোরের কাগজ

JUL 07 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি উপবৃত্তি প্রকল্পে হঠাৎ গণবদলিতে কর্মকর্তারা দিশেহারা

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসটেন্স প্রজেক্টের (উপবৃত্তি প্রকল্প) ১০৯ জন কর্মকর্তার ৯৮ জনকে একসঙ্গে বদলি করার ঘটনা ঘটেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। বদলিকৃত কর্মকর্তারা বলেছেন, সরকারি চাকরিতে বদলি স্বাভাবিক। তবে যাদের বেতন গত ১ বছর ধরে বন্ধ তাদের এ গণবদলি অমানবিক, উদ্দেশ্যমূলক ও আক্রোশপূর্ণ।

উল্লেখ্য, গত ২ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এফএসএসএপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক ড. মো. লুৎফর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ বদলি করা হয়। বদলিকৃতদের আগামী ১৫ জুলাই তারিখের মধ্যে বিমুক্ত হয়ে নির্ধারিত কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বদলিকৃত ৯৮ জন কর্মকর্তাসহ উপবৃত্তি প্রকল্পের ৪৭২ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। গত ১৮ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পের জনবলের বেতন-ভাতার জন্য থোক বরাদ্দ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায়। থোক বরাদ্দ প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন থাকায় এই সকল কর্মকর্তার বেতন পেতে আরো কিছুদিন দেরি হবে।

এদিকে দীর্ঘ ১ বছর বেতন না পাওয়ায় উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত এ সকল কর্মকর্তা পরিবার পরিজন নিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে দিনাতিপাত করছেন। অনেকেরই বাড়ি ভাড়া বকেয়া পড়েছে। ধার-দেনায় জর্জরিত হয়ে তাদের জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বদলির আদেশ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে। ঋণভারে জর্জরিত এসব লোক কিভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবে এ দুশ্চিন্তায় পরিবারে পরিবারে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বছরের মাঝামাঝি সময়ে বদলি

● এরপর পৃ. ১১ কলাম ২

সরকারি উপবৃত্তি প্রকল্পে হঠাৎ

● শেষের পাতার পর

করার কারণে কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল নিয়েও পড়তে হবে সংকটে। বছরের মাঝামাঝিতে এসে তারা কোথাও ভর্তি হতে পারবে না।

এ ধরনের গণবদলির কারণ জানতে চাইলে এফএসএসএপি-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মো. লুৎফর রহমান বলেন, বদলিকৃতদের অনেকের দুর্নাম আছে। কেউ কেউ ঠিকমতো অফিসেও যান না। তিনি বলেন, তবে প্রশাসনিক কারণেই এ বদলি করা হয়েছে। কেউ কেউ নিজেরাই বদলি হতে তদবির করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।